করোনাভাইরাসের কারণে ঘরের কাজে পরিবারের সকলের(নারী ও পুরুষ)

আরও সমতাপূর্ণ ভূমিকা ও জিবিভি সংক্রান্ত বার্তা

১. পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকার মাধ্যমে করোনাভাইরাস থেকে বেঁচে থাকা যায়। আমাদের পরিবারের সবাইকে সুরক্ষিত রাখতে আসুন আমরা ঘরবাড়ি পরিষ্কার রাখি।

২. ঘরদোর ঝাড়া-মোছা, রান্নাবান্না এবং শিশু, বয়স্ক ও অসুস্থ মানুষদের দেখাশোনা করার মতো সংসারের কাজগুলো নারী ও পুরুষ ভাগাভাগি করে করলে পরিবারের সদস্যদের মধ্যে সম্পর্ক মজবুত হয় এবং এতে মানসিক চাপ ও টেনশন কমে যায়।

৩. বাবা-মা উভয়কেই ছেলেমেয়েকে নিরাপদে রাখতে হবে এবং তারা যথাযথভাবে স্বাস্থ্যবিধি মানছে কিনা ও বাইরের মানুষের সংস্পর্শ এড়িয়ে চলছে কিনা নজর রাখতে হবে, যাতে তাদের কোভিড-১৯ হওয়া রোধ করা যায়।

৪. বাবা-মা অবশ্যই তাদের বাচ্চাদের যত্ন নেবেন, এবং তাদের শিক্ষা ও অন্যান্য কার্যকলাপে সাহায্য করবেন। আপনার ছেলে-মেয়ের সুন্দর ভবিষ্যতের জন্য তাদের সাথে সময় কাটান।

৫. পরিবারের সকলকে কোভিড-১৯ সম্পর্কে সঠিক তথ্য জানান যেমন তার লক্ষণ কী কী এবং কিভাবে নিজেকে রক্ষা করা যায়, এতে করে তাদের জীবন বেঁচে যেতে পারে।

৬. পরিবারে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলা কেবলমাত্র নারীর একার দায়িত্ব নয়; করোনাভাইরাস থেকে বাঁচতে আমাদের সকলকে নিজ নিজ ভূমিকা পালন করতে হবে।

৭. ঘরবাড়ির কাজগুলো পরিবারের পুরুষ, ছেলে, নারী ও মেয়ে সকল সদস্যরা মিলে করতে পারেন। আমরা প্রত্যেকে একে অন্যকে সাহায্য করতে পারি।

৮. নারী ও পুরুষ, দুজনেরই দায়িত্ব পরিবারের কারো বিরুদ্ধে সহিংসতা হলে তা রোধ করা এবং কখনোই তা চলতে দেয়া উচিৎ নয়।

৯. কখনো কখনো ঘরেই সবচেয়ে বেশি সহিসংতার সম্মুখীন হয়। যদি আপনি বাড়িতে সহিসংতার সম্মুখীন হন, তবে মনে করৰেন এটা আপনার কারণে ঘটছে না। সাহায্য চাওয়ার ক্ষেত্রে ভয় পাবেন না। আপনার জিবিভি ফোকাল পয়েন্ট, নিকটস্থ নারী-বান্ধব স্থান অথবা আপনার স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করুন।

১০. ত্রাণ সবসময় বিনামূল্যে দেওয়া হয়; ত্রাণ দেওয়ার বিনিময়ে কেউ টাকা দেওয়া, যৌন সম্পর্ক করা বা কোনো ধরনের মূল্য পরিশোধ করতে বলবে না।